কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য আইন ২০২০

(উৎকর্ষসাধন এবং সহজীকরণ) ২০২০ এবং ২১ সংখ্যক

– প্রথম অধ্যায় –

"উপক্রমিকা"

১. ১. এই আইনটি কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য (উৎকর্ষ সাধন এবং সহজীকরণ) আইন ২০২০ নামে অভিহিত।

২. এই আইন ৫ই জুন ২০২০ থেকে কার্যকরী হবে।

২. এই আইনে প্রসঙ্গটি অন্যথায় সংজ্ঞায়িত না থাকিলে –

ক) "বৈদ্যুতিন বাণিজ্য এবং লেনদেন প্লাটফর্ম" এর অর্থ সরাসরি সুবিধার্থে একটি প্লাটফর্ম সেটআপ করা এবং বৈদ্যুতিন ডিভাইসের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষকের পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ের জন্য অন-লাইনে ক্রয়-বিক্রয় এবং ইন্টারনেট অ্যাপ্লিকেশন, যেখানে এই জাতীয় প্রতিটি লেনদেনের ফলন কৃষকদের উৎপাদনের শারীরিক বিতরণ ঘটে।

খ) "কৃষক" অর্থ কৃষকের উৎপাদনে নিযুক্ত এমন ব্যক্তি নিজে বা ভাড়াটে শ্রম দ্বারা উৎপাদিত বা অন্যথায় এবং তাত্ত্বিক উৎপাদক সংস্থা অন্তর্ভূক্ত।

গ) 'কৃষকের উৎপাদন' এর অর্থ –

i) গম, চাল বা অন্যান্য মোটা দানা, ডাল, ভোজ্য তৈলবীজ, তৈল, শাক-সব্জি, ফল, বাদাম, মশলা, আখ এবং এর মতো সিরিয়ালসহ খাদ্যদ্রব্য পোল্ট্রি, পিগরি, গোটারি, ফিশারী এবং দুগ্ধজাতীয় পণ্যগুলি প্রাকৃতিক বা প্রক্রিয়াজাত আকারে মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে;

ii) তেলকেক এবং অন্যান্য ঘনত্বসহ গবাদি পশুদের চারণ; এবং

iii) কাঁচা তুলা রুদ্ধ বা অবরুদ্ধ অবস্থায়, তুলার বীজ এবং কাঁচা পাট;

ঘ) "কৃষক উৎপাদন সংস্থা" এর অর্থ একটি নাম বা সংস্থা নামে কোনো সংগঠন বা কৃষকদের কেনো সংগঠন বা কৃষকদের কোনো গোষ্ঠি, সে যে নামেই ডাকা হোক না কেন;

i) আপাতত: কার্যকর থাকার জন্য যে কোনো আইনের আওতায় নিবন্ধিত; অথবা

ii) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি পরিকল্পনা বা প্রোগ্রামের অধীনে প্রচারিত;

ঙ) "আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য" অর্থ কৃষকদের পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করার কাজ, যার মধ্যে একটি রাজ্যের একজন ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে কৃষকদের পণ্য কিনে বা অন্য রাজ্যের একজন ব্যবসায়ী এবং এই জাতীয় কৃষকের পণ্য বাদে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হয় যে রাজ্য ব্যবসায়ী এ জাতীয় কৃষকদের পণ্য কিনেছিল বা যেখানে এই জাতীয় কৃষকের উৎপত্তি হয়েছিল;

চ) "রাজ্য মধ্যস্থ বাণিজ্য" অর্থ কৃষকের পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করার কাজ, যার মধ্যে একটি রাজ্যের একজন ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে কৃষকদের পণ্য কিনে বা একই রাজ্যের কোনো ব্যবসায়ী যেখানে ব্যবসায়ী এ জাতীয় কৃষকদের পণ্য কিনেছিলেন বা যেখানে এই জাতীয় কৃষকদের উৎপত্তি হয়েছিল;

ছ) "বিজ্ঞপ্তি" অর্থ সরকারী গেজেটে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কৃর্তক প্রকাশিত একটি প্রজ্ঞাপন এবং "অবহিত" এবং "বিজ্ঞপিত" এক্সপ্রেশনগুলি সেই অনুসারে গণ্য হবে;

জ) 'ব্যক্তি' অর্থের অন্তর্ভূক্ত হইবে –

i) একজন ব্যক্তি;

ii) একটি অংশীদারী সংস্থা'

iii) একটি সংস্থা;

iv) সীমিত দায়বদ্ধতাসহ অংশীদারীত্ব সংস্থা;

v) একটি সমবায় সমিতি;

vi) একটি সমাজ; অথবা

vii) যথাযথভাবে সংযুক্ত ব্যক্তিদের কোনো সমিতি বা সংস্থা বা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের চলমান কর্মসূচীর আওতায় একটি গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত;

ঝ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্দ্ধারিত;

ঞ) "তফসিলি নির্দ্ধারিত কৃষকদের উৎপাদন" অর্থ, নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কোনো রাজ্য এ.পি.এম.সি. আইনের অধীনে নির্দিষ্ট কৃষি পণ্য;

ট) "রাজ্য" এর অর্থ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সহ বা অন্তর্ভূক্ত;

ঠ) রাজ্য এ.পি.এম.সি. আইন এর অর্থ ভারতে কোনো রাজ্য আইন বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল আইন কার্যকর, যে নামেই ডাকা হয়, যা সেই রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে;

ড) "বাণিজ্য অঞ্চল" অর্থ যে কোনো অঞ্চল বা অবস্থান, উৎপাদনের স্থান, সংগ্রহ এবং একত্রিতকরণ–

i) খামারের দ্বার;

ii) কারখানা প্রাঙ্গণ;

iii) গুদামসমূহ;

iv) গবাদিপশু খাদ্য সংরক্ষণের জন্য বায়ু নিরুদ্ধ প্রকোষ্ঠ

v) হিমঘর; অথবা

vi) অন্য যে কোনো কাঠামোসহ ঘরবাড়ি অথবা কোনো স্থান;

যেখান থেকে ভারতের ভূখন্ডে কৃষকদের পণ্য উৎপাদনের ব্যবসা করা যেতে পারে তবে কোনো প্রেমিসেস, ঘেরা জায়গা এবং কাঠামোগত গঠনগুলি অন্তর্ভূক্ত করে না–

a) প্রধান বাজার এবং তৎসহ ঘেরা চত্বর বা প্রাঙ্গণ এবং তার সীমানা, উপ-বাজার এবং তৎসহ ঘেরা চত্বর বা প্রাঙ্গণ এবং বাজারের উপ-ঘেরা চত্বর বা প্রাঙ্গণগুলির শারীরিক সীমানা পরিচালিত এবং ভারতের প্রতিটি রাজ্য এ.পি.এম.সি আইনের অধীনে গঠিত বাজার কমিটিগুলি পরিচালনা করে; এবং

b) ব্যক্তি মালিকানাধীন বাজার এবং তৎসংলগ্ন ঘেরা চত্বর বা প্রাঙ্গণ, ব্যক্তি মালিকানাধিত উপ-ঘেরা চত্বর বা প্রাঙ্গণ, সরাসরি বিপণন সংগ্রহ কেন্দ্র, এবং ব্যক্তিগত কৃষক-ভোক্তা বাজার এর অনুমতি বা কোনো গুদাম, গবাদি পশু খাদ্য সংরক্ষণের জন্য বায়ু নিরুদ্ধ প্রকোষ্ঠ, হিমঘর অথবা অন্যান্য কাঠামোকে বাজার হিসাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে অথবা ভারতে প্রতিটি রাজ্য এ.পি.এম.সি আইনের অধীনে গণ্য করা বাজার গুলি;

ঢ) 'ব্যবসায়ী' অর্থ সেই ব্যক্তি বা আন্ত:রাজ্য বাণিজ্য বা রাজ্য মাধ্যম বাণিজ্যের মাধ্যমে কৃষকদের পণ্য ক্রয় করে, নিজের পক্ষে বা এক বা একাধিক ব্যক্তির পক্ষে পাইকারী বাণিজ্য, খুচরা, শেষ ব্যবহার, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, রফতানি, ব্যবহার বা এই জাতীয় অন্যান্য উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

– কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসা বাণিজ্যর উৎকর্ষসাধন এবং সহজীকরণ –

৩. এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, যে কোনো কৃষক বা ব্যবসায়ী বা বৈদ্যুতিন বাণিজ্য ও লেনদেনের আন্ত:রাজ্য এবং রাজ্য মধ্যস্থ বাণিজ্য পরিচালনার স্বাধীনতা থাকবে এবং একটি বাণিজ্য অঞ্চল, একটি ব্যবসায়িক অঞ্চলে কৃষকদের উৎপাদনের বাণিজ্য এলাকা।

৪) ১) যে কোনো ব্যবসায়ী তফসিলি কৃষকদের আন্ত:রাজ্য বাণিজ্য বা রাজ্য মধ্যস্থ বাণিজ্যে জড়িত থাকতে পারে, কোনো ব্যবসায়ীক অঞ্চলে কৃষক বা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর সাথে উৎপাদন করুন ঃ

তবে শর্ত থাকে এই যে, কোনো ব্যবসায়ী, কৃষক উৎপন্ন দ্রব্য সংস্থা বা কৃষি সমবায় সমিতি ছাড়া নির্দ্ধারিত যে কোনো কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন যদি না একজন ব্যবসায়ী ১৯৬১ সালের আয়কর আইনানুযায়ী প্যান (PAN) কার্ড নং নির্দিষ্ট করা থাকে অথবা এ রকম অপর কোনো নথিপত্র যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপিত করা।

২) কেন্দ্রীয় সরকার যদি ত্রটির পক্ষে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় এবং সমীচীন তা মনে করে, কোনো ব্যবসায়ীর জন্য বৈদ্যুতিন নিবন্ধকরণের জন্য একটি পদ্ধতি লিখুন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের লেনদেনের পদ্ধতি এবং তফসিলি কৃসকদের পণ্য পরিশোধের পদ্ধতি।

৩) প্রতিটি ব্যবসায়ী যিনি কৃষকদের সাথে লেনদেন করেন, একই দিনে ব্যবসায়িক তফশিলযুক্ত কৃষকদের উৎপাদনের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে বা সর্ব্বোচ্চ তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে যদি প্রক্রিয়াগতভাবে শর্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় হয় প্রাপ্য প্রদানের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রসবের প্রাপ্তি একই দিনে কৃষকদের দেওয়া হবেঃ

শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকের উৎপাদন সংস্থার দ্বারা প্রদানের জন্য আলাদা পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করতে পারে বা কৃষিকাজ সমবায় সমিতি, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, ক্রেতাদের কাছ থেকে পরিশোধের প্রাপ্তির সাথে যুক্ত।

৫) ১) কোনো ব্যক্তি (অপর কোনো লোক) যার কাছে ১৯৬১ সালের আয়কর আইনানুযায়ী প্যান নং (PAN) নির্দিষ্ট করা আছে অথবা এই ধরণের অন্য কোন নথি থাকে যা কেন্দ্রীয় সরকার বা কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য সংস্থা বা কৃষি সমবায় সমিতি দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা আছে, তাহলে তারা বৈদ্যুতিক ব্যবসা এবং লেনদেন মঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করতে পারে, আন্ত:রাজ্য বা রাজ্য মধ্যস্থ বাণিজ্য এলাকায় নির্ধারিত কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্যের সহজীকরণের জন্য।

শর্ত থাকে এই যে, ব্যক্তিটি বৈদ্যুতিন ব্যবসা এবং লেনদেনের মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তা পরিচালনা করছেন তিনি স্বচ্ছভাবে ব্যবসা করার জন্য তার পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য প্রস্তুতি নেবেন যেমন– ব্যবসার ধরণ, ভাতা, প্রকরণগত বিচারের মাপকাঠি, তার সঙ্গে পরিচালন কৌশল, অন্যান্য মঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ, কৌশলগত ব্যবস্থাপনা, গুণমানের সঠিক মূল্যায়ন, সময়মতো অর্থ প্রদান, যেখানে ব্যবসা চলছে সেখানকার স্থানীয় ভাষায় মূলনীতিটাকে ছড়িয়ে দেওয়া এর সঙ্গে এই ধরণের অপর বিষয় ইত্যাদি।

২) যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই মতামত প্রকাশ করে যে এটি করার জন্য এটি জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় এবং সমীচীন, এটি হতে পারে, বিধি দ্বারা বৈদ্যুতিন বাণিজ্যেক মঞ্চের জন্য এবং নিয়মাবলি মেনে নিয়ে–

ক) নিবন্ধকরণের পদ্ধতি, মান, পদ্ধতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে; এবং

খ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে– পরিচালন পদ্ধতি, প্রকরণগত বিচারের মাপকাঠি তার সঙ্গে নিজ পরিচালন ক্ষমতা, অন্যান্য মঞ্চের সঙ্গে এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের পদ্ধতিসকল, কৌশলগত ব্যবস্থাপনা এবং নির্ধারিত কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মূল্যায়ন এবং অর্থ প্রদানের ধরণ,

কোনো একটা ব্যবসায়িক এলাকায় আন্ত:রাজ্য ব্যবসা এবং রাজ্য মধ্যস্থ নির্ধারিত কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্যের সহজীকরণের জন্য।

৬) কোন বাজার কর বা খাজনা বা কোনো ভাতা বা পারিশ্রমিক বা জরিমানা তা যে নামেই বলা হোক না কেন, যা রাজ্য এ.পি.এম.সি আইনের অধীন বা রাজ্যের অন্য অপর কোনো আইন ধার্য করা যাবে না কোনো কৃষকের ওপর বা ব্যবসায়ী বা বৈদ্যুতিন ব্যবসা এবং লেনদেন মঞ্চ যারা বাণিজ্য অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকেন নির্ধারিত কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে।

৭) ১) কেন্দ্রীয় সরকার কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে বাজার মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বাজার বোঝার ক্ষমতার পদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে পারে কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্য বিষয়ে এবং উপরন্তু এই সম্পর্কে মূল কাঠামোর বিস্তার সাধনও করতে পারে।

২) কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রয়োজন বোধ করে তাহলে যে ব্যক্তি কোনো ব্যবসার মালিক বা এই ধরণের ব্যবসা চালাচ্ছেন অর্থাৎ বৈদ্যুতিন ব্যবসা এবং লেনদেন মঞ্চও দেখভাল করছেন তাকে এই লেনদেনের বিষয়টির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ- এই অংশটির প্রয়োজনের জন্য উক্তিটি "কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা" যে কোনো অধ:স্তন বা কোনো সংশ্লিষ্ট দপ্তর– যা সরকারী মালিকানাধীন বা সাহায্যপ্রাপ্ত বা উন্নীত সংস্থা বা সমিতিকে সামিল করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়
বিরোধ নিস্পত্তি

৮) ১) এই আইনে ৪(চার) ধারার অধীনে যদি কোনো কৃষক বা ব্যবসায়ীর মধ্যে লেনদেন সম্পর্কে কোনো বিবাদের সৃষ্টি হয় তাহলে উভয় পক্ষই পারস্পারিকভাবে মীমাংসার প্রহণযোগ্য সমাধান প্রার্থনা করতে পারেন, যার জন্য মিটমাট করার মাধ্যমে মহাকুমা প্রশাসকের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠাতে হবে, মহাকুমা প্রশাসক ওই বিরোধের বিষয়টিকে তাঁরই নিযুক্ত করা মীমাংসা পরিষদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এই বিরোধের আবশ্যিক নিস্পত্তির সহজীকরণের জন্য।

২) প্রতিটি মীমাংসা পরিষদ যা উপ-ধারা ১ (এক) এর অধীন, এবং মহাকুমা প্রশাসক দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে, তাহাতে একজন সভাপতি থাকতে হবে এবং দু-জনের কম নয় আর ৪(চার) জনের বেশি না হয়, সদস্য থাকতে হবে– যা ওই মহাকুমা প্রশাসক যথাযথ বিবেচনা করবেন।

৩) সভাপতিকে হতে হবে একজন আধিকারীক যিনি মহাকুমা প্রশাসকের অধীনে এবং নিয়ন্ত্রনে কাজ করছেন এবং অপরাপর সদস্যদেরও, যারা সমান সংখ্যায় নিযুক্ত হয়েছেন এবং দুই-পক্ষের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন এই বিবাদে এবং যে কোনো ব্যক্তি কোনো পক্ষের হয়ে নিযুক্ত হয়েছেন তাকে তার পক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে নিযুক্ত হতে হবে।

তবে শর্ত থাকে এই যে, কোনো পক্ষ যদি ৭(সাত) দিনের মধ্যে এই জাতীয় সুপারিশ করতে ব্যর্থ হয়, মহাকুমা শাসক এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যাকে তিনি উভয়পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত মনে করেন।

৪) যেখানে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে, সমঝোতার মাধ্যমে একটি নিস্পত্তি হয়, নিস্পত্তির একটি স্মারকলিপি সেই অনুযায়ী লিখিত হইবে এবং পক্ষগুলি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে, যাহা পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

৫) উপধারা-১ এর অধীনে লেনদেনের পক্ষগুলি যদি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিরোধটি সমাধান করতে অক্ষম হয়, এই বিভাগের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যে ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয় বিরোধ নিস্পত্তির জন্য উপ-বিভাগীয় প্রশাসকের নিকট দ্বারস্থ হতে পারে, যিনি মহাকুমা কর্তৃপক্ষ হইবে।

৬) মহাকুমা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব মতে বা কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোনো সরকারী এজেন্সী থেকে প্রেরিত কোনো তথ্যের ভিত্তিতে ধারা ৪(চার) এর অধীনে

অপরাধ গ্রাহ্যকরণ হিসাবে মেনে নিয়ে উপধারা ৭(সাত) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পরিবেন।

৭) মহাকুমা কর্তৃপক্ষ আবেদন পেশ করার তারিখ হইতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেবেন এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির মাধ্যমে বিবাদটির মীমাংসা সাধন করিবেন, এছাড়াও তিনি পারেন–

ক) বিতর্কিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ দিতে পারেন; অথবা

খ) ধারা **১১**র উপধারা (১) বর্ণিত বিধি অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করতে পারে; অথবা

গ) এই অধ্যাদেশের অধীনে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে যেটি তিনি উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবেন, ব্যবসায়ীকে উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য এবং নির্ধারিত কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে সংযত করিয়া, বিবাদ বিতর্কে জড়িত ব্যবসায়িক বিরুদ্ধে আদেশ জারী করতে পারেন।

৮) মহাকুমা কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে যদি কোনো পক্ষ নিজেকে বঞ্চিত বা ক্ষুব্ধ মনে করেন তাহা হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট (কালেক্টর অথবা কালেক্টর কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত কালেক্টর) আপিল আবেদন পছন্দ করিতে পারেন, যাহা আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করতেই হবে।

৯) মহাকুমা কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষের প্রতিটি আদেশ এই ধারার অধীনে একটি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির মতো এবং তৎসমভাবে বলবৎযোগ্য এবং ডিক্রিতে প্রদেয় পরিমাণ (অর্থ) জমির রাজস্ব বকেয়া হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১০) আবেদন করার পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া অথবা মহাকুমা শাসকের নিকট কোনো দরখাস্ত পেশ করার জন্য এবং আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল আবেদন পেশ করার, এইরূপ হইবে যাহা বিধি বা নির্দেশ মাফিক হইতে পারে।

৯) ১) কৃষি বিপণন উপদেষ্টা, বিপণন ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের কোনো আধিকারিক যাকে কেন্দ্রীয় সরকার এই জাতীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শানুযায়ী। তিনি নিজ মতানুযায়ী অথবা কোনো আবেদনের ভিত্তিতে অথবা কোনো সরকারী সংস্থার কোনো তথ্যের প্রেক্ষাপটে কোনো পদ্ধতি ভঙ্গের জন্য, নিয়মাবলী লঙ্ঘনের জন্য, নিবন্ধিকরণের নিয়ম ভঙ্গ এবং কোনো আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য অথবা সুষ্ঠ ব্যবসা পরিচালনার

জন্য আচরণ বিধি বা নির্দেশিকাগুলির কোনোরূপ লঙ্ঘিত হলে এই অধ্যাদেশের ৫(পাঁচ) নং ধারানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা ৭(সাত) নং ধারার কোনো বিধান লঙ্ঘিত হয়ে থাকলে উপরি বর্ণিত কর্তৃপক্ষ উক্ত বৈদ্যুতিন বাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে অপরাধ গ্রাহ্যকরণ বিবেচনা করে বিচারের জন্য গ্রহণ করে একটি আদেশ বা নির্দেশ জারী করতে পারেন, যাহা অবশ্যই অভিযোগ গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে হতে হবে এবং কারণসমূহ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হতে হবে, আদেশ বা নির্দেশসমূহ হতে পারে নিম্নরূপ–

ক) কৃষক ও ব্যবসায়ীদের প্রদেয় অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ পাস করতে পারেন;

খ) ধারা ১১র উপধারা ২ অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করতে পারেন; অথবা

গ) তিনি যেটা উপযুক্ত মনে করবেন এমন সময়ের জন্য স্থগিত রাখতে পারেন অথবা বৈদ্যুতিন বাণিজ্য লেনদেনের মঞ্চ হিসাবে পরিচালনার অধিকার বাতিল করতে পারেন ঃ

শর্ত থাকে এই যে প্রদেয় অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, জরিমানা আরোপ করা অথবা এই জাতীয় বৈদ্যুতিন বাণিজ্য ও লেনদেনের মঞ্চ হিসাবে পরিচালনার অধিকার বাতিল করণ অথবা স্থগিত করণের আদেশ দানের পূর্বে অবশ্যই উক্ত বৈদ্যুতিন বাণিজ্য লেনদেনের সংস্থাটিকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

২) উপধারা ১ এর অধীনে পাস হওয়া প্রতিটি আদেশ দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির সমতুল্য হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং আইনানুযায়ী বলবৎযোগ্য এবং ডিক্রিতে উল্লেখিত আদায়ের পরিমাণ জমি রাজস্ব বকেয়া হিসাবে আদায় করা হইবে।

১০) ১) যদি কোনো ব্যক্তি ৯(নয়) ধারানুযায়ী কোনো আদেশের প্রেক্ষাপটে নিজেকে বঞ্চিত মনে করে তাহলে এইরূপ আদেশের তারিখ থেকে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে আপিল আবেদন করতে পারেন, তবে এই আবেদন যিনি শুনবেন তাঁকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে মনোনীত হতে হবে এবং যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার নীচের পদাধিকারী কোনো ব্যক্তি হতে পারবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে এই যে কোনো আপিল আবেদন ৬০(ষাট) দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে অবশ্যই ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে হতে

হবে যদি আপিল আবেদনকারী এই মর্মে আপিল কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে পারেন, যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল আবেদন না করার জন্য তার যথেষ্ট কারণ ছিল।

২) এই বিধি অনুযায়ী প্রতিটি আপীল আবেদন এইরূপ পদ্ধতিতে হইবে, যেখানে আপিল আবেদনের সাথে, যে আদেশের বিরুদ্দ আপিল আবেদন করা হইতেছে তাহার অনুলিপি থাকিতে হইবে এবং নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

৩) আপিল আবেদন নিস্পত্তির পদ্ধতি যেমন নির্ধারিত হতে পারে।

৪) এই ধারার অধীনে দায়ের করা কোনো আপিল আবেদন ফাইল করার তারিখ থেকে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি সাধন করতে হবে।

তবে শর্ত থাকে এই যে আপিল নিস্পত্তি করার পূর্বে আপিল আবেদনকারীকে অবশ্যই শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জরিমানা

১১) ১) যদি কেউ ৪(চার) নং ধারাটির বিধান লঙ্ঘন করেন বা এই ধারার অধীনে কোনো নিয়মাবলী লঙ্ঘন করেন তাহলে জরিমানা বাবদ পঁচিশ হাজার টাকা থেকে সর্ব্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে দায়বদ্ধ থাকবে এবং যেখানে এইরূপ লঙ্ঘন অব্যাহত থাকবে সেখানে প্রথম দিনের পর থেকে দিন প্রতি অতিরিক্ত সর্ব্বেচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে, যতদিন পর্যন্ত এইরূপ লঙ্ঘন জারী থাকিবে।

২) যদি কোনো ব্যক্তি, যিনি বৈদ্যুতিন বাণিজ্য ও লেনদেনের মঞ্চের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করেন এবং ধারা ৫(পাঁচ) এবং ৭(সাত) তৎসহ এই ধারার অধীনে কোনো নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে সর্ব্বোচ্চ দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে দায়বদ্ধ থাকবে এবং যেখানে এইরূপ লঙ্ঘন অব্যাহত থাকবে যেখানে প্রথম দিনের পর থেকে প্রতিদিনে জন্য অতিরিক্ত সর্ব্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে দায়বদ্ধ থাকবে, যতদিন এইরূপ লঙ্ঘন জারী থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

১২) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের বিধানাবলী পালনের জন্য এই জাতীয় নির্দেশাবলী, আদেশ অথবা গাইডলাইন জারী করতে পারে যেটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় বা যথাযথ মনে হবে যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্মকর্তা, কোনো রাজ্য সরকার বা কোনো রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা, একটি বৈদ্যুতিন বাণিজ্য এবং লেনদেন মঞ্চ বা কোনো ব্যক্তি বা বৈদ্যুতিন বাণিজ্য এবং লেনদেন মঞ্চের মালিকানাধীন বা পরিচালনা করছেন বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্দেশ্যে।

১৩) কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা রাজ্য সরকার বা যে কোনো বিষয়ে সম্মতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি বা এই আইনের অধীনে বা কোনো নিয়মের অধীনে সম্পন্ন বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে প্রণীত বা এর অধীনে পাস করা কোনো আদেশ এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

১৪) এই আইনের বিধানগুলি কোনো রাজ্যের এ.পি.এম.সি আইনের মধ্যে থাকা সত্বেও কার্যকর হবে বা আপাতত কার্যকর থাকার জন্য অন্য কোনো আইন অথবা আপাতত কার্যকর হওয়ার জন্য কোনো আইনের দ্বারা কার্যকর হওয়া কোনা উপকরণে।

১৫) এই আইনের অধীনে বা এর অধীন করা কোনো বিধি মোতাবেক কোনো দেওয়ানী আদালতের কোনা বিষয়ে সম্মতি জানাতে বা মামলা করার এখতিয়ার থাকবে না যার সচেতনতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কর্তৃপক্ষ গ্রহণ ও নিস্পত্তি করতে পারে।

১৬) এই আইনের মধ্যে থাকা কোনো কিছুই ষ্টক এক্সচেঞ্জের জন্য প্রযোজ্য হবে না এবং ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনগুলি সিকিউরিটিজ চুক্তি (রেগুলেশন) আইন ১৯৫৬ -এর অধীনে স্বীকৃত এবং লেনদেনের অধীনে করা।

১৭) ১) কেন্দ্রীয় সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের বিধান কার্যকর করার জন্য বিধি তৈরী করতে পারে।

২) বিশেষ করে এবং পূর্বোক্ত শক্তির সাধারণতার প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই এই জাতীয় বিধিগুলি নিম্নলিখিত বা যে কোনো বিষয়ে সরবরাহ করতে পারে যথা ঃ

ক) নির্ধারিত কৃষকদের বাণিজ্য লেনদেনের এক ব্যবসায়ী এবং পদ্ধতিগুলির জন্য বৈদ্যুতিক নিবন্ধকরণের ব্যবস্থা বিভাগ ৪(চার) নং ধারার উপ-ধারা ২(দুই) এর অধীনে

খ) আদায়ের পদ্ধতি ধারা ৪(চার) এর উপধারা ৩(তিন) এর বিধানানুযায়ী প্রদত্ত পদ্ধতি মোতাবেক হইবে;

গ) কোনো আবেদন জমা দেওয়ার পদ্ধতি বা মহাকুমা শাসকের নিকট আবেদন বা আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন করা, ধারা ৮(আট) এর উপধারা ১০(দশ) অনুযায়ী হইবে;

ঘ) ধারা ৯(নয়) এর উপধারা ২(দুই) এর আওতায় লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য;

ঙ) ধারা ১০(দশ) এর উপধারা ২(দুই) এর আওতায় আপীল আবেদন দায়েরের জন্য রূপরেখা এবং পদ্ধতি এবং প্রাপ্য ফি;

চ) আপীল আবেদন নিস্পত্তির প্রক্রিয়া ধারা ১০(দশ) এর উপধারা ৩(তিন) অনুযায়ী হইবে।

ছ) নির্ধারিত বা নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয়।

১৮) এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রতিটি বিধি বিধান করা হইবে, এটি তৈরী হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সংসদের প্রতিটি সভায়, অধিবেশন চলাকালীন, মোট ত্রিশ দিন ধরে যা এক সেশনে বা দুই বা ততোধিক ধারাবাহিক অধিবেশনগুলিতে গঠিত হতে পারে এবং সেশনটি অবিলম্বে অধিবেশন বা পূর্ববর্তি ক্রমাগত অধিবেশন অনুসরণ করার আগে, উভয় কক্ষ নিয়মে কোনো পরিবর্তন আনতে সম্মত বা উভয় কক্ষই একমত যে, এই বিধি তৈরী করা উচিত নয়, এর পরে নিয়মটি কেবলমাত্র এ জাতীয় পরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা কার্যকর হইবে না, যেমন মামলা হতে পারে; সুতরাং যাই হোক, যে এই জাতীয় কোনো পরিবর্তন বা বাতিলকরণ সেই নিয়মের অধীনে পূর্বে করা কোনো কিছুর বৈধতার জন্য কুসংস্কার ছাড়াই থাকবে।

১৯) ১) এই আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করতে যদি কোনো অসুবিধা দেখা দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত আদেশক্রমে এই আইনের

বিধানগুলির সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন বিধানগুলির সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন বিধানগুলি তৈরী করুন অসুবিধা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে প্রদর্শিত হতে পারে; অন্যথায় এই ধারায় এই আইন চালুর তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে কোন আদেশ জারী করা যাবে না।

২) এই বিভাগের অধীনে করা প্রতিটি আদেশ, তৈরী হওয়ার পরে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিটি সংসদ অধিবেশনে সামনে রাখা।

২০) ১) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যে ব্যবসা বাণিজ্য (উৎকর্ষ সাধন ও সরলীকরণ) অধ্যাদেশ ২০২০ এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২) যদিও এই বাতিলে, কোনো কিছু করা বা কাজ করা হয়েছে এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে, তা ধরে নেওয়া হবে- করা হয়েছে বা গ্রহণ করা হয়েছে এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে বলে গ্রহণ করা হবে।

ড. জি. নারায়ন রাজু

সচিব, ভারত সরকার